

# রমাদানের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা



## From the Qur'an:

“ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের জন্য সাওম (রোযা) ফরয করা হলো যেমন করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারবে।” [সূরা আল বাকারা : ১৮৩]

## From the Hadith:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (রোযা থেকেও) যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখার) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। [সহীহ আল বুখারী]

## Why to PLAN for Ramadan

- The best of Months.
- Month to gain Taqwa
- Quran revealed in this month.
- A month of Blessing, Mercy & Forgiveness.
- Allah Himself gives rewards for one who fasts.
- Doors of Heaven are opened.
- Doors of Hell are closed.
- Shayateen are chained.
- Rewards multiplied.
- A Night better than 1000 months.

### ভেতরের পাতায়

রমাদান এর আসল উদ্দেশ্য কী? .....	2	শবে বরাতের ইতিহাস .....	8
এই রমাদানে কী করবো? .....	3	লাইলাতুল ক্বদর কী ও কেন? .....	9
সদাকা করলে আমার কী লাভ .....	4	নর্থ আমেরিকায় রমাদানের চিত্র .... যা জানা জরুরী	10
যাকাত সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর .....	6	রমাদানে কী খাবেন কী খাবেন না .....	11

## রমাদান এর আসল উদ্দেশ্য কী?

--- এস. এম. জহির  
উদ্দীন

স্বাভাবিক অর্থে আমরা (অনেকেই) দুইটি নিয়ম মেনে চলাকেই সাওম আদায় মনে করি। আর তা হলো : সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্ত্রী গমন পরিহার ও যেকোন ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকা।

কিন্তু প্রকৃত অর্থে শুধু এ দুটো নিয়ম মেনে চলার নামই সাওম আদায় নয়। তাই যদি হতো তাহলে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানিয়ে দিতেন না, “(রোযা থেকেও) যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখার) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।” - সহীহ আল বুখারী।

অর্থাৎ শুধু পানাহার পরিত্যাগ ও স্ত্রীর সংস্পর্শ থেকে বিরত থেকে আমরা প্রকৃত রোযাদার বা মুত্তাকী হতে পারবো সে গ্যারান্টি মহান আল্লাহও দিচ্ছেন না। তেমনটি হতে চাইলে আমাদের আরো নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। কিছু নিয়ম-নীতি যেমন : স্ত্রী গমন পরিহার, পানাহার পরিহার, হারাম থেকে বেঁচে থাকা, মিথ্যা পরিহার করা, ঝগড়া-বিবাদ ও গালি-গালাজ না করা, অন্যকে না ঠকানো, ওজনে কম না দেওয়া, কাউকে ঠকিয়ে বেশি গ্রহণ না করা, একে অপরের হক হরণ না করা, কর্মে ফাঁকি না দেওয়া ইত্যাদি। পাশাপাশি হালাল জিনিস গ্রহণ করা, সত্য বলা, সকলের সাথে নম্রতা সহকারে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করা, সকলের হক সঠিকভাবে আদায় করা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে আল্লাহ তাঁর রাসূল ও আল্লাহর সকল সৃষ্টির হক যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। এ বিষয়গুলো প্রকৃত সাওম পালনকারী বা প্রকৃত রোযাদার হতে হলে অত্যন্ত জরুরী। আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে আর তা হলো উল্লিখিত বিষয়গুলো শুধু রমাদান মাসের জন্য নির্দিষ্ট নয়, এগুলো একজন মুসলিমের সারা জীবনের জন্য প্রযোজ্য।

রমাদান মাসে প্রতিটি সৎকাজের প্রতিদান অন্যান্য মাসের তুলনায় কমপক্ষে ১০ গুণ বেশি। এবং এই গুণ বৃদ্ধি পেতে পেতে অগণিত গুণে পরিণত হয়। যেমন : এ মাসের একটি রাত ক্বদরের রাত। আর এ রাত সম্পর্কে মহান রাব্বুল ‘আলামীন বলছেন, “আমি একে (কুরআন) নাখিল করেছি ক্বদরের রাতে। আপনি কী জানেন ক্বদরের রাত কী? ক্বদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।” সূরা আল ক্বদর ৯৭ : আয়াত ১-৩

তৎকালীন সময়ে আরবে কোন কিছুকে সর্বোচ্চ সংখ্যক বুঝাতে ‘হাজার’ শব্দ ব্যবহার করা হতো। বর্তমানের ন্যায় তখন মিলিয়ন, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত ছিলো না। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ‘হাজার’ শব্দের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদার কথাই উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হলো বছরের ৩৬৫ দিনের (আরবী হিসাবে কয়েক দিন কম) মধ্যে এই একটা রাতের মর্যাদা এতো বেশি কেন, বা কী জন্য এই রাতের ফযীলাত অফুরন্ত? এর উত্তর অতি সহজ, সূরা আল ক্বদরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তা জানিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনুল কারীম এ রাতে নাখিল হয়েছে বলেই রাব্বুল ‘আলামীন এ রাতকে এতো মর্যাদা দিয়েছেন। শুধু এ রাত নয়, পুরো মাসটাকেই আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।

অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেন : রমাদান মাস। এই মাসেই নাখিল করা হয়েছে আল কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, হিদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্দেশক। সূরা আল বাকারা : ১৮৫

এখন আমাদের অবস্থা হলো যে জিনিসের কারণে এ রাত এবং এ মাস এতো বেশি মর্যাদা পেলে সেই জিনিসটিকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু না খেয়ে থেকে মুক্তির পথ খুঁজি। শুধু এ রাত বা এ মাস নয় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনে এ কুরআনকে বাদ দিয়ে যারা আল্লাহর দরবারে সফল হবে বলে আশা করে তারা নিতান্তই অন্ধকারে নিমজ্জিত। আবার যারা এ মাসে এবং সারা জীবনে শুধু দেখে দেখে কুরআন পড়ে বা তিলাওয়াত করে পার পেয়ে যাবার আশা করে, তারাও অন্ধকারে নিমজ্জিত। দেখে দেখে কুরআন পড়লে নেকী বা সওয়াব পাওয়া যাবে সত্য কিন্তু মহান আল্লাহ শুধু দেখে দেখে পড়ার জন্য কুরআন নাখিল করেননি, কুরআনের দাবীও এটা নয়।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহ দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এ কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন কিভাবে জীবন চালাতে হবে, কিভাবে পরিবার চালাতে হবে, কিভাবে সমাজ চালাতে হবে, কিভাবে রাষ্ট্র চালাতে হবে, কিভাবে চলবে অর্থনীতি, কিভাবে চলবে রাজনীতি, কিভাবে চলবে শিল্প-সংস্কৃতি-সভ্যতা ইত্যাদি। এই রীতি কিয়ামাত পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে এবং পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে তা প্রচলনের জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এটাই কুরআনের দাবী। কিন্তু মানব সভ্যতার দুর্ভাগ্য আল্লাহর নীতি বা আইনের পরিবর্তে তারা নিজেদের নীতি বা আইনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এদের জন্য রয়েছে কঠোর ব্যবস্থা :

“যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফির।”

—আল কুরআন, ৫ : সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪৪

“যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা যালিম।”

—আল কুরআন, ৫ : সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪৫

“যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা ফাসিক।”

—আল কুরআন, ৫ : সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪৭

আর যারা কাফির অবস্থায় মারা যাবে মহান রাব্বুল ‘আলামীন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের সম্পর্কে আরো বলেন : “যারা কুফর অবলম্বন করলো এবং কাফির অবস্থায় মারা গেলো তাদের প্রতি আল্লাহ, ফিরিশতাবন্দ ও সমগ্র মানবগোষ্ঠীর অভিশাপ।” - সূরা আল বাকারা ২, আয়াত : ১৬১

আমাদের সাবধান হতে হবে সেই দিন সম্পর্কে যেদিন একমাত্র আল্লাহর রহমত ব্যতীত আর কিছুই কাজে আসবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“এবং তোমরা ভয় কর সেই দিনটিকে যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না, কারো নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, সুপারিশে কারো লাভ হবে না।” -আল কুরআন, ২ : সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১২৩

যারা এই কুরআন থেকে দূরে থাকবে তারা সফলতার দিকে নয় বরং বিপরীত দিকে ধাবিত হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন :

..... আল্লাহ তো সত্যতা সহকারেই কিতাব নাখিল করেছেন, কিন্তু যারা এই কিতাবে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে তারা উল্টো দিকে বহুদূর চলে গেছে।

—আল কুরআন, ২ : সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৭৬

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে রমাদানের সাওম আদায় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনকে ধারণ করে চলার তাওফীক দিন।

রমাদান মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এক অশেষ নেয়ামত। এই মাসে আল্লাহ তার বান্দার গুনাহ মাপের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। রমাদান মাসে একটি ফরয কাজ অন্য মাসের ৭০টি ফরযের সমান এবং এ মাসে একটি নফল কাজ অন্য মাসের একটি ফরযের সওয়াবের সমান। সব নেক কাজের প্রতিদান তো আল্লাহ অবশ্যই দিবেন, কিন্তু সাওম এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার বলেন, “সাওম কেবল আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই দেব”। একটু ভেবে দেখি, হতে পারে এটিই আমার জীবনের শেষ রমাদান। তাই আসুন অন্যান্য কাজ কিছু কমিয়ে দিয়ে নিম্নের পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরো রমাদান মাসটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাই। (দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য নিম্নের বইগুলো আমাদের লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।)

**নিজের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা :** আমার ভিতরে যে সকল দোষ-ত্রুটি আছে আসুন সেগুলির একটা লিষ্ট তৈরী করে ফেলি এবং রমাদান মাসে নিজের ঐ সকল দোষ-ত্রুটিগুলো আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসি। যেমন : অধিক বিলাসিতা এবং প্রাচুর্য, মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, চোগলখোরী করা, লোভ করা, অহংকার করা, গর্ব করা, রিয়া করা, হিংসা করা, সুদ দেয়া বা নেয়া, কাউকে ঠকানো, আমানত খেয়ানত করা, কথা দিয়ে কথা না রাখা, মুনাফেকী করা, কাউকে অপবাদ দেয়া, যিনা করা, লটো খেলা বা যে কোন ধরনের জুয়া খেলা, মদ খাওয়া, হারাম জায়গায় যাওয়া, খারাপ লোকদের সাথে চলা-ফেরা করা, অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত কথা বলা, নিজেকে বড় ভাবা, অন্যকে তুচ্ছ মনে করা ইত্যাদি।

**আত্ম-সমালোচনা ও তওবা করা :** আমি আমার জীবনে যে সকল পাপ করেছি তা আমি ভাল করেই জানি। আসুন এবার তার একটা লিষ্ট মনে মনে তৈরী করে ফেলি এবং আত্মসমালোচনা করে নিজের অতীত অপকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে খাঁটি অন্তরে তওবা করি।

**ইসলামের দাওয়াতী কাজ :** ইসলামের দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে লিষ্ট করে নিজের ঘর থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে রমাদান ও ঈদের উপহার স্বরূপ একসেট বই রপ্যাপিং করে গিফট করতে পারি। যেমন : কুরআনের অর্থসহ তাফসীর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিস্তারিত জীবনী, সাহাবাদের জীবনী, শিরক ও বিদ'আত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায ইত্যাদির উপর বই। এছাড়া নন-মুসলিমদেরকেও রমাদান উপলক্ষে দাওয়াতী মেটিরিয়ালস গিফট হিসাবে দিতে পারি।

**নামাযে নিয়মিত হওয়া :** আমার যদি নামাযে গাফিলতি থাকে তাহলে এখন থেকেই ফরয পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়া উচিত এবং এটাই উপযুক্ত সময়, যেন কোনভাবেই এক ওয়াক্ত নামায ছুটে না যায়। আসুন একই পলিসি পুরো পরিবারের জন্য চিন্তা করি। এছাড়া এই মাস থেকে জামাতে নামাযের অভ্যেস গড়ে তুলি। রাতে তারাবীহর নামায যথাসম্ভব পড়ার চেষ্টা করি।



**তাহাজ্জুদ/নফল ইবাদাত :** রমাদানের শেষ দশ রাতে শবে ক্বদরের সন্ধান করি এবং সম্ভব হলে রমাদানের শেষ দশদিন ইতিকাহে বসার নিয়্যত করি। গভীর রাতে উঠে প্রতি রাতেই তাহাজ্জুদ নামায পড়ার চেষ্টা করি। আত্মসমালোচনা করে নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে কান্না-কাটি করে তওবা করি। এবং মা-বাবার জন্য বেশী বেশী করে দু'আ করি।

**বুঝে কুরআন অধ্যয়ন :** পরিবারের সবাই টিভি দেখা কমিয়ে দিয়ে এবং সন্তানদের কম্পিউটার গেইমস খেলা কমিয়ে দিয়ে সকলে মিলে পুরো কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার প্রজেক্ট হাতে নিই এই মাসে। প্রথমে এই সিলেব্জেট সূরাগুলো আমরা পড়তে পারি। যেমন : সূরা ফাতিহা; সূরা বাকারাহ (১৮৩-১৮৭); সূরা মু'মিনুন (১-১১); সূরা হুজুরাত (১০-১২); সূরা ক্বদর; সূরা আসর; সূরা ইনশিকাক; ও সূরা তাগাবুন এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা অধ্যয়ন। তিলাওয়াতে সমস্যা থাকলে তাও এই মাসে ঠিক করে নিই। তবে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে নিজেদেরকে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না রাখি, কুরআন অর্থসহ বুঝার চেষ্টা করি। কারণ কুরআন এসেছেই বুঝার জন্য শুধু তিলাওয়াতের জন্য নয়। শুধু তিলাওয়াতে আল্লাহর আদেশ বা নিষেধ কোনটাই বোঝা যায় না, ফলে আমলও করা যায় না।

**ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন :** ১) তাকওয়া - আল্লাহকে কেন ভালবাসবো এবং আল্লাহকে কেন ভয় করবো? ২) অর্থপূর্ণ জীবনের সন্ধান ৩) আপনি কি একটি সুখি ও সুন্দর পরিবার গঠন করতে চান? ৪) নর্থ-আমেরিকায় আপনার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবেন ৫) মা-বোনরা ভেবে দেখবেন কি? ৬) একটাই পথ - The Way is One ৭) Peace be upon you। এই বইগুলো Toronto Islamic Centre থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

**যাকাত ও সদাকা :** আসুন যাকাতের সঠিক হিসেব করে ফেলি এবং তার সাথে আরো অতিরিক্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংক যোগ করে গরীব আত্মীয়-স্বজনদের লিষ্ট করে সদাকা করি এবং একটা বিশেষ অংশ দ্বীন ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করি। এই মাসে কতজন রোযাদারকে ইফতার করাবো তার পরিকল্পনা করে ফেলি। দান-সদাকা যেন শুধু রমাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখি। রমাদান হচ্ছে এক মাসের ট্রেনিং পরবর্তী ১১ মাসের জন্য। তাই নিজের হালাল ইনকাম থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত সদাকা চালিয়ে যাই। হারাম ইনকাম অবশ্যই বর্জন করতে হবে কারণ হারামের রুজি থেকে দান-সদাকা আল্লাহ কবুল করবেন না।

**অন্যকে ক্ষমা করে দেয়া :** আসুন যাদের উপর আমাদের রাগ বা অভিমান আছে তাদের ভুলত্রুটি এই রমাদানে ক্ষমা করে দেই। তাদের উপর কোন অভিযোগ না রাখি। তাদেরকে কাছে টেনে নিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়াই ও সুসম্পর্ক গড়ে তুলি।

# সদাকা করলে আমাদের কী লাভ?

—সারওয়ার কবীর শামিম  
সিংগাপুর

## সদাকা কী?

সদাকা মানুষের আত্মা ও সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় মুসলিমদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর রাস্তায় কোন লাভ বা সুনাম অর্জনের প্রদর্শনোচ্ছা ব্যতীত সম্পূর্ণভাবে দান করাই সদাকা বা ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ। সমগ্র কুরআনে আল্লাহ মানুষকে একটি বিষয় বারবার বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছেন। দান, দয়া, অবহেলিতদের জন্য অনুভূতি, ইয়াতীম এবং মিসকিনদের প্রতি নজর রাখা, অভাবীকে সাহায্য করা, ঋণী ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করতে এগিয়ে আসা, দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে খরচ করা ইত্যাদি দিয়ে আল-কুরআন স্পষ্ট আদেশ করেছে, ইশারা-ইঙ্গিতে তাগিদ দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে।

## আল-কুরআনে সদাকার সর্বনিম্ন হার এবং সর্বোচ্চ হারের নির্দেশ :

- “নামায কায়েম কর, [২.৫%] যাকাত আদায় কর।” (সূরা বাকারাঃ ৪৩)
- “তারা জিজ্ঞেস করে [আল্লাহর রাস্তায়] কী খরচ করবে? বলে দাও যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা, তাই খরচ করবে।” (সূরা বাকারাঃ ২১৯)

আল্লাহর এ আদেশের উৎকৃষ্ট বাস্তবরূপ দিয়েছেন তার নবী-রাসূলগণ ও রাসূলের সঙ্গীগণ। তাঁরা তাদের সম্পদের বৃহৎ অংশ সদাকা করে দিয়েছেন। সদাকা তাঁদের রক্তের সাথে মিশে গিয়েছিল। মাত্র একবেলার খাবার ঘরে থাকা কালে প্রার্থীকে সেটিও দান করে দিয়েছেন রাসূল (সা.) এর সঙ্গীরা। সাহাবীদের মধ্যে বিভ্রাটের তাদের সম্পদের অর্ধেক বা তারও বেশী দান করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। বহু সাহাবী তাদের সম্পদের উৎকৃষ্ট অংশটি আল্লাহকে খুশী করার জন্য দান করে দিয়েছেন। বারবার তাগিদে পরও যারা দান বা সদাকা চর্চা করেননা, তাদের বাধ্য করা হয়েছে যাকাতের হুকুম অনুসরণ করার জন্য।

## সদাকার গুরুত্ব

সদাকা খুবই শক্তিশালী একটি জিনিস। সদাকা দানকারীকে আল্লাহ পবিত্র করেন। কিভাবে করেন? সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মাকে মেরে ফেলে। রাসূল (সা.) বলেছেন এক পাল ভেড়ার মধ্যে যদি দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে ঐ ক্ষুধার্ত নেকড়ে দুটি ঐ ভেড়ার পালের যতোটা না ক্ষতি করতে পারবে, সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মার, মনের, চরিত্রের তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করে ফেলে। আর যখন এই সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করে ফেলে, তখন সদাকা ঐ মৃত আত্মাকে জীবিত করে অর্থাৎ পবিত্র করে।

সদাকার পুরো বিষয়টির সুস্পষ্ট খারণার অভাবে যাকাত আদায়ে আমরা নানা বাহানা খুঁজতে থাকি। সদাকার অর্থ বুঝের অভাবে আমরা কেউ কেউ প্রশ্ন করি, টাক্স দেওয়ার পরও যাকাত দিতে হবে কেন? আরো অবাস্তব প্রশ্ন কেবল করিনা বরং কিভাবে অতি কমে যাকাত নামক ঝামেলা হতে মুক্তি পেতে পারি তার নানা উপায় খুঁজে বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমরা আল্লাহর অতি প্রিয় সদাকার বিষয়টিকে এখন এত নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে গেছি যে, যাকাত নামক সদাকাটিকে নানা বাহানা দিয়ে কত কম অর্থ দিয়ে সম্পাদন করা যায় তার ফন্দি-ফিকির করছি। প্রায় সবার জানার আগ্রহ আমার যাকাত দিতে হবে কি না? আমার এই ঋণ আছে, সেই সমস্যা আছে, গত বছর আমার উপর দিয়ে অমুক ঋণ বয়ে গেছে সুতরাং আমার কি যাকাত দিতে হবে? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। আর এর কারণ সদাকার পুরো বিষয়টির বুঝের অভাব।

আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, যাবতীয় সকল কিছু মালিক মহান আল্লাহ - *আসমান ও যমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর (সূরা হাদীদ : ১০)*

অর্থাৎ একজন সম্পদশালী যেন এ কথা মনে না করেন যে তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, হাড্ডাঙ্গ পরিশ্রম আর ডিপ্লোমাসী দিয়ে অগাধ সম্পদের মালিক হয়েছেন, সুতরাং পুরো সম্পদটাই তার একান্ত ব্যক্তিগত, এতে আর কারো ভাগ নেই। অর্থ-সম্পদ সবই আল্লাহ দিয়ে থাকেন। মানুষ কেবল নিজ চেষ্টাবলে সম্পদ অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে -

*নিশ্চয় তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন, যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন (সূরা ইসরা : ৩০)।*

আরেকটি বিষয়ও পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। সদাকার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে মাত্র, এর অতিরিক্ত কোন কিছু নয়। সুতরাং দান-সদাকা করে কেউ যেন আকাশকুসুম কল্পনা না করেন। কেউ যেন এটা না ভাবেন যে তিনি একটা বিরাট দয়া-দাক্ষিণ্য করে ফেলেছেন। কোন দানই করণা নয়, এটা গ্রহীতার অধিকার। বরং গ্রহীতাই দান গ্রহণ করে দাতার উপর করণা করছেন। সদাকা দান করা মুসলিমদের জন্যে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফরজ ইবাদত।

সাহাবারা নিজ ঘরে স্বর্ণ থাকলে শান্তিতে ঘুমাতে পারতেননা। ছটফট করে এক পর্যায়ে তা বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা করতেন। আর মুসলিম নারীরা এখন স্বর্ণ কেনার প্রতিযোগিতাই কেবল করেননা বরং সে স্বর্ণের উপর আল্লাহ নির্ধারিত গরীবের হক ২.৫% যাকাত দিতে গড়িমসি করেন।

## ভারসাম্য রক্ষা

আল্লাহ এক দল মানুষকে সম্পদ দিয়ে সমৃদ্ধি দান করেছেন, আবার আরেক দলকে অভাব দিয়ে জীবন যাপনে অভ্যস্ত করেছেন। আর দুয়ের সমন্বয় করেছেন ও ভারসাম্য রক্ষা করেছেন সদাকা নামের এক সুন্দর ও সাবলীল পদ্ধতির মাধ্যমে। সম্পদশালীদের প্রতিনিয়ত সদাকার মাধ্যমে তাদের সৌভাগ্যের শুকরিয়া জ্ঞাপনের সুযোগ করে আল্লাহ বিশেষ রহমত করেছেন। সম্পদশালীরা এ সদাকার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতের পথ পরিষ্কার করতে পারেন। বৈধ পথে অর্জিত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ মুমিনদের জন্য সাধারণভাবে উদার হস্তে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য সবচাইতে বেশী উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, “*আমার ইমানদার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে, সেইদিন আসার আগেই যেদিন কোন কেনা-বেচার সুযোগ থাকবে না, যেদিন কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে না।*” (সূরা ইব্রাহীম : ৩১)

এখানে আল্লাহ সাধারণভাবে ইমানদারদের সদাকায় উৎসাহিত করছেন। কেবল লোক দেখানোর জন্যে কোন মহোৎসবে খনীরা যেন ব্যস্ত হয়ে না উঠে, গোপনে দান করার জন্যও সমভাবে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ এমনও বলেছেন : প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই দান করে দিতে (সূরা বাকারা ২১৯)।

ধরুন আপনি ইসলামের দাওয়াতী কাজে কিছু টাকা একবার ডোনেশন করেছেন, তাই বলে যে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার আর করতে হবে না বা করবেন না তা নয়। সদাকা করার কোন লিমিট নেই। যতো পারেন বারে বারে করবেন, পিছনে তাকাবেন না। - বাকি অংশ পরবর্তী পাতায়

## দান করলে আমরা কী লাভ?

**যাকাত প্রদানে সম্পদ বৃদ্ধি পায় :** শয়তানের প্রতারণা ও প্ররোচনার উপর ভিত্তি করে মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে দানে সম্পদ কমে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহের রাস্তায় দানের ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় :

**....তোমরা যে যাকাত আদায় কর একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার উদ্দেশ্যে, তা অবশ্যই বৃদ্ধি পায় (সূরা আর রুম : ৩৯)।** রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ দূর করে দেবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের যেকোন দুঃখ অবশ্যই দূর করে দেবেন। কোন মানুষের সংকট যে দূর করে দেবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার যাবতীয় সংকট সহজ করে দেবেন। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্যের কাজে লিপ্ত থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাহায্যকারী থাকেন। (সহীহ মুসলিম)

আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : প্রত্যহ বান্দাহ যখন সকালে উঠে, তখন দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, “হে আল্লাহ! খরচকারীর ধন আরও বৃদ্ধি করে দাও” এবং দ্বিতীয় জন বলেন, “হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দাও।” (সহীহ মুসলিম)

আসমা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ব্যয় কর আর কত ব্যয় করলে তার হিসাব রেখ না। আর তা করলে আল্লাহ তোমাদের গুণে গুণে দেবেন। আর সম্পদ জমা করে রেখ না, তবে আল্লাহও জমা করে রাখবেন। (মুসলিম)

## আল্লাহর পথে ব্যয় বা ফী সাবীলিল্লাহ:

সূরা তওবায় বলে দেয়া হয়েছে যে মোট আটটি খাতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যাবে তার মধ্যে সাত নম্বর খাতটি হচ্ছে ফী সাবীলিল্লাহ যা ব্যাপক ও তৎপরময় খাত। ফী সাবীলিল্লাহ এত ব্যাপক যে বিষয়টি আলোচনার জন্য একটি বিশাল বইয়ের প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যায় দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজই ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : জিহাদ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, দ্বীন প্রচার ও তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, টেকনোলজি কেনা, দ্বীন প্রচারের জন্য যে কোন ধরণের দাওয়াতী মেটারিয়ালস যেমন কুরআন, ইসলামিক লিটারেচার, ডিভিডি, পত্রিকা, ফ্লাইয়ার্স ইত্যাদি প্রিন্ট করা।

## আল্লাহর পথে ব্যয় করার গুরুত্ব :

- খরচ কর আল্লাহর পথে, নিজের হাতে নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা। উত্তমরূপে নেক কাজে সাহায্য কর। এভাবে যারা নেক কাজে উত্তমরূপে সহযোগিতা দিতে যত্নবান আল্লাহ তাদের অবশ্যই ভালবাসেন। (সূরা বাকারা : ১৯৫)
- তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (সূরা আলে ইমরান : ৯২)

## দাওয়াতী কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে কিনা :

- বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ড. ইউসুফ আল-কারযাতীর লেখা “ইসলামের যাকাত বিধান” (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা ১১৯ থেকে ১৫৭ মোট ৩৮ পাতায় যাকাতের ৭ নং খাত “আল্লাহর পথে” এর উপর বিভিন্ন মাযহাব এবং ফিকাহবিদগণের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এবং তাফসীরে বলেছেন দাওয়াতী কাজে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা যাবে।

- মিশরের সাইয়েদ কুতুব শহীদ এর বিখ্যাত “তাবসীর ফী যিলালিল কুরআন” (খন্ড ৯ম) পৃষ্ঠা নং ১৫৪ তে যাকাতের এই ৭ নং খাত সম্পর্কে একই কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যাকাতের অর্থ দাওয়াতী কাজে ব্যয় করা যাবে।

- মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.) তাঁর তাবসীর মাআরেফুল কুরআনের পৃষ্ঠা নং ৫৭৯ তে এই ৭ নং খাত “আল্লাহর পথে”- যাকাতের টাকা ব্যয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

- ড. জাকির নায়েক তাঁর বই “সুদ মুক্ত অর্থনীতি” (সিরিজ-১৫) পৃষ্ঠা ২৯-এ যাকাতের এই ৭ নং খাত সম্পর্কে বলেছেন : “জিহাদসহ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল ধরনের ব্যয় মেটানোর জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়।

- আপনারা যদি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী Islamic Research Foundation এর Peace TV (24 hour Islamic TV Channel) দেখে থাকেন তাহলে সেখানে দেখবেন কিছুক্ষণ পরপরই advertise করা হচ্ছে যে আপনি আপনার যাকাতের টাকা দ্বীন প্রচারের জন্য Peace TV-তে দান করুন। অর্থাৎ টিভি চ্যানেল চালানোর জন্যও যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে যদি সেটা হয় দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে।

- আপনার satisfaction এর জন্য আপনি সরাসরি ড. জাকির নায়েক এর সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে পারেন। তিনি সঠিক দলিলসহ কুরআন-হাদীসের আলোকে আপনাকে বুঝিয়ে দিবেন, ইনশাআল্লাহ। ড. জাকির নায়েক এর email address এবং phone number [www.irf.net](http://www.irf.net) website থেকে পাবেন।

- এছাড়া আপনারা যদি ফী সাবীলিল্লাহ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ইন্টারনেটেও সার্চ করতে পারেন। বিশেষ করে ইউরোপ, নর্থ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় যে সকল ইসলামিক স্কলারগণ দাওয়াতী কাজ করেন তাদের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন বা তাদের সাথে সরাসরি ফোনে কথাও বলতে পারেন।

## পরামর্শ :

সূরা আস-সফ এর ১০-১১ আয়াতে আল্লাহ নিজেদের ধন-সম্পদ দিয়ে ফী সাবীলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে এগুতে বলেছেন, আর এটাই উত্তম। যাকাত তো হচ্ছে আমার মোট উদ্ধৃত সম্পদের ২.৫% মাত্র, তাও আবার বছরে একবার। কিন্তু আমার তো বাকি আরো ৯৭.৫% সম্পদ রয়ে গেছে সেখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় নির্দিধায় খরচ করিনা কেন? শুধু যাকাত থেকেই খরচ করতে হবে এমনতো কোন কথা নেই। সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে আল্লাহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই আল্লাহর পথে খরচ করতে বলেছেন। বাংলায় একটা কথা আছে ‘যতো গুড় ততো মিষ্টি’, ঠিক তেমনি আমি আল্লাহর পথে যতো বেশী খরচ করবো আল্লাহর কাছে ততো বেশী পুরস্কার পাবো। আল্লাহ বলেছেন, ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করতে, তবে গোপনে করলে অতি উত্তম।

- মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে - তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না? (সূরা আনকাবুত : ২)
- তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে? (সূরা বাকারা : ২১৪)

## যাকাত সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর

—ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত  
জাবেদ মুহাম্মাদ

**প্রশ্ন :** নিসাব কী?

**উত্তর :** নিসাব হচ্ছে যাকাত আদায়ের স্কেল। যদি কারো নিকট সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণালংকার বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার অলংকার সমপরিমাণ বা বেশী থাকে অথবা তার সমপরিমাণ বা বেশী অর্থ বা সম্পদ থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

এক ভরি = ১১.৬৬ গ্রাম।

সাড়ে ৭ ভরি = ৮৭.৫ গ্রাম এবং সাড়ে ৫২ তোলা = ৬১২.৫ গ্রাম।

**প্রশ্ন :** আমার কাছে চার হাজার ডলার এক বছর ধরে আছে এবং এছাড়া স্বর্ণ বা আর কোন সম্পদ নেই। আমার কি যাকাত দিতে হবে?

**উত্তর :** আপনার চার হাজার ডলার দিয়ে যদি ৮৭ গ্রাম স্বর্ণ বা ৬১২.৫ গ্রাম রৌপ্য কেনা যায় তাহলে তার ২.৫% অর্থাৎ \$১০০ যাকাত দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** যাকাত ইংরেজি বা বাংলা বছর হিসাবে দিলে জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** যাকাত ইংরেজি বা বাংলা বছর হিসাব করে দেয়া ঠিক নয়। যাকাত চন্দ্র বর্ষ অনুযায়ী দিতে হবে। কারণ চন্দ্র বর্ষের তুলনায় সৌরবর্ষ গড়ে এগার-বার দিন কম হয়। ছত্রিশ বছরে সৌর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেখা যায় যে এ সময়ের মধ্যে চন্দ্রবর্ষ একটি বেশি হয়ে গেছে।

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তির দশ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার সার্টিফিকেট আছে। বর্তমানে বাজারে শেয়ার মূল্য ১২,০০,০০০ টাকায় উন্নীত হল বা ৮০০,০০০ টাকায় নেমে গেল। যাকাত প্রদানের সময় মূল্য কোনটা ধরতে হবে- ফেস ভ্যালু না মার্কেট ভ্যালু?

**উত্তর :** যাকাত আদায় করার সময় শেয়ারের যে বাজার মূল্য থাকে সে অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন :** স্ত্রীর ব্যবহৃত নিসাব পরিমাণ স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কিনা? নিসাবের কম পরিমাণ স্বর্ণ স্বামীর অর্থের সাথে মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হলে স্বামীকে স্ত্রীর স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কিনা?

**উত্তর :** স্ত্রীর অলংকার বা সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে স্ত্রীর উপরই যাকাত ফরয হবে। তার সম্পদের যাকাত আদায় করা স্বামীর জন্য জরুরী নয়। অবশ্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামী আদায় করে দিলে আদায় হয়ে যাবে। নিসাব পূরণের জন্য স্বামীর অর্থের সাথে স্ত্রীর অলংকার বা অর্থ-সম্পদকে মিলাতে হবে না।

**প্রশ্ন :** প্রাপ্ত বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েকে যদি স্বর্ণ অথবা টাকা দেওয়া হয় তাহলে কী সেটা পিতার সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং পিতাকে সেই সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে?

**উত্তর :** যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মালিকানা শর্ত। মেয়েকে যে স্বর্ণ অথবা টাকা দেয়া হয় তা যদি তাকে পুরোপুরিভাবে দেয়া হয় অর্থাৎ সে যদি তার মালিক হয়ে যায় তাহলে সে সম্পদের যাকাত আদায় করা পিতার উপর ফরয নয়। কিন্তু মেয়েকে তার নিজের যাকাত আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রীর পঞ্চাশ ভরি স্বর্ণালংকার আছে। আমার নিজের আয় সীমিত হওয়াতে উক্ত স্বর্ণের যাকাত দেয়া খুবই কষ্টকর। এখন কি করব?

**উত্তর :** অলংকারের যিনি মালিক যাকাত তাকেই দিতে হবে। অলংকারের কিছু অংশ বিক্রি করে হলেও যাকাত আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার বিশ ভরি স্বর্ণালংকার আছে। তার মধ্যে দশ ভরি আমি প্রায়ই ব্যবহার করি। এই ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত কি আদায় করতে হবে?

**উত্তর :** ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত সমস্ত স্বর্ণালংকারের যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন :** স্বর্ণ বা রৌপ্যের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে খাদসহ হিসাব করতে হবে নাকি খাদ ছাড়া? এবং বিক্রয় মূল্য নাকি ক্রয় মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে?

**উত্তর :** স্বর্ণ রৌপ্যের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে আপনি বিক্রি করতে গেলে যে মূল্য পান (বর্তমান বাজার মূল্য) সেই মূল্য হিসাব করেই আপনাকে যাকাত আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন :** বছরের মাঝখানে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে তখন সময়ের হিসাবটা কিভাবে করবো?

**উত্তর :** বছরের শুরুতে যদি কারও নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং বছরের শেষেও যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে মাঝখানে না থাকলেও তাকে ঐ বছরের যাকাত দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** ধার দেওয়া টাকা সময় মত না পেলেও এ টাকাকে কি যাকাতের হিসাবে ধরে নেবো?

**উত্তর :** যে ধার দেওয়া টাকা নিশ্চিত ফেরত পাওয়া যাবে তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর যে ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, এমন টাকার যাকাত নেই। কেবলমাত্র টাকা হাতে পাবার পরে যাকাত দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** ব্যবসায়িক বিক্রয়যোগ্য মালামাল কি যাকাতের হিসাবে আসবে? আসলে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য না বিক্রয় মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে?

**উত্তর :** ব্যবসায়িক মালামাল ক্রয় মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** স্থাবর সম্পত্তি যেমন বাড়িঘর, জায়গাজমি, শিল্প প্রতিষ্ঠান কী যাকাতের হিসাবে আসবে?

**উত্তর :** বসবাসের বাড়ি, জায়গা-জমি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মেশিনপত্র কল-কারখানা এগুলোর যাকাত দিতে হয় না। কোন বাড়ি, এপার্টমেন্ট বা প্লট যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে।

--- বাকি অংশ পরবর্তী পাতায়

**প্রশ্ন :** নাবালিকা মেয়ের নামে তার পিতা ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন। ইচ্ছা করলে পিতা সেই টাকা যেকোন সময় উঠাতে পারেন এবং নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে পারবেন। প্রশ্ন হলো যাকাতের হিসাবে পিতার টাকার সাথে এই টাকা যোগ করতে হবে কি না?

**উত্তর :** নাবালিকা সন্তানের নামে যে অর্থ সঞ্চিত হয়েছে সে অর্থের মালিক যেহেতু পিতা নিজে সেজন্য এর যাকাত পিতাকেই দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** কোন্ কোন্ খাতে বা কাদেরকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে?

**উত্তর :** সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে আটটি খাতে যাকাতের নির্দেশ এসেছে ১) একেবারে নিঃস্ব, অসহায় ২) মিসকিন, কোনরকম দিন যাপন করেন ৩) যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ৪) ঈমান আনার জন্য ভিন্ন ধর্মের লোকদের মন জয় করার জন্য এবং নতুন মুসলিমও হতে পারে ৫) দাস মুক্তির জন্য অথবা নিরপরাধ ব্যক্তিকে জেলমুক্তির জন্য ৬) ঋণগ্রস্তকে ৭) আল্লাহর পথে অর্থাৎ ফী-সাবিলিল্লাহ, যেমন : দাওয়াতী কাজে ৮) মুসাফিরকে।

**প্রশ্ন :** যাকাত দিতে হবে প্রকাশ্যে না গোপনে? বলে নাকি না বলে?

**উত্তর :** যাকাতের অর্থ দিতে হবে এই বলে যে, এটি যাকাতের অর্থ। এটি ঠিক নয়। যাকাতের অর্থ বরং না বলে দেওয়াটাই উচিত। কারণ অনেকের এতে করে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

**প্রশ্ন :** আমি স্বর্ণের যাকাত দেই। আবার ব্যাংকে \$১৫০০ জমা আছে এবং মেয়ের নামে ইন্সিউরেন্স আছে এগুলোরও কি যাকাত দিতে হবে?

**উত্তর :** আপনার নগদ টাকারও যাকাত আদায় করতে হবে এবং ইন্সিউরেন্স এ জমাকৃত টাকারও যাকাত দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রীর ১০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। তার কি পুরো স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে? নাকি শুধু সাড়ে সাত ভরির যাকাত আদায় করলেই চলবে?

**উত্তর :** পুরো ১০ ভরি স্বর্ণের যাকাতই আদায় করতে হবে। এবং নিজের আরো কোন সম্পদ ও টাকা থাকলে তাও তার সাথে যোগ করতে হবে।

**প্রশ্ন :** যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার নিয়ম কেন হলো? দুটোর মূল্য তো সমপরিমাণ নয়। কোনটি কার জন্য প্রয়োজ্য বুঝিয়ে বলবেন কি?

**উত্তর :** সে যুগে স্বর্ণ মুদ্রা (দীনার) ও রৌপ্য মুদ্রা (দিরহাম) চালু ছিল এবং সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ ও সাড়ে ৫২ তোলা রূপার মূল্যমান প্রায় সমান ছিলো, তাই এই নিয়ম চালু করা হয়।

**প্রশ্ন :** ব্যাংকে ডিপিএস বাবদ প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা কিস্তি প্রদান করছি। উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

**উত্তর :** জি, হ্যাঁ। যে মাসে যাকাত আদায় করবেন সে মাসে লাভসহ জমাকৃত মোট ব্যালেন্স যা আছে তার উপর যাকাত দিতে হবে। এবং অন্যান্য সম্পত্তি ও টাকা এর সাথে যোগ করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার RRSP, সন্তানদের RESP এবং Bond আছে। এগুলোর কি যাকাত দিতে হবে?

**উত্তর :** হ্যাঁ, এগুলো সব যোগ করে এবং আপনার ব্যাংকের ডলারসহ অন্যান্য সম্পদ যোগ করে তার উপর যাকাত আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন :** যাকাতের টাকা পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং রক্ত সম্পর্কের অন্যান্য গরীব আত্মীয়দেরকে দেয়া যায় কিনা?

**উত্তর :** যাকাতের টাকা পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রভৃতি এবং ছেলে-মেয়ে তাদের ছেলে-মেয়ে প্রভৃতি ব্যক্তিদেরকে দিতে পারবেন না। ভাই-বোন এবং রক্ত সম্পর্কের অন্যান্য গরীব আত্মীয়দেরকে যাকাতের টাকা দিতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি আমার বাৎসরিক আয়ের উপর যথাযথভাবে ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করে আসছি- যা আমার কোম্পানী প্রতিমাসে বেতন থেকে কেটে নিচ্ছে। তারপরও কি আমাকে যাকাত দিতে হবে?

**উত্তর :** যাকাত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক ধার্যকৃত। আর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সের প্রচলন রয়েছে যা সরকারের হক। এ দুটোই আপনাকে আলাদা আলাদা ভাবে আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার কাছে ক্যাশ আছে \$২,৮০০, স্বর্ণ আছে ১০ ভরি এবং লোন আছে \$৯,০০০। আমার যাকাত কত দিতে হবে?

**উত্তর :** ১০ ভরি স্বর্ণের দাম \$৬,০০০ + ক্যাশ \$২,৮০০ = \$৮,৮০০। আপনার লোন শোধ করার পর আর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না, তাই আপনাকে যাকাত দিতে হবে না।

**প্রশ্ন :** সুদ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের যাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধি পাবে কিনা? অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা হজ্জ করলে তার হজ্জ হবে কিনা?

**উত্তর :** সুদ আদানপ্রদান এবং যে কোন হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ যেমন সরকারকে ফাঁকি দেয়া ইনকাম ট্যাক্স, ব্যবসায় লস বা কম লাভ দেখিয়ে বা কম ইনকাম দেখিয়ে সরকার থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়ে জমানো টাকার যাকাত দিলে তা হালাল বা পবিত্র হয় না এবং তা দ্বারা হজ্জ করলে সে হজ্জ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

**প্রশ্ন :** উশর কী?

**উত্তর :** ফসলের যাকাতকে উশর বলে। জমিতে ফসল উৎপাদিত হলেই তার যাকাত দিতে হবে। এর কোন সময় নাই। ফসল বিনা সেচে উৎপন্ন হলে ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হলে বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন :** সাদাকায়ে ফিতর (ফিতরা) কাদের উপর ওয়াজিব?

**উত্তর :** ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে যার নিকট তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের পরিমাণ মাল আছে তাকে ফিতরা পরিশোধ করতে হবে। আর এ ফিতরা তাকে তার নিজের ও তার পোষ্যদের পক্ষ থেকে ঈদের নামাযের আগে পরিশোধ করতে হবে। তবে, রমাদানের মধ্যেই পরিশোধ করে দেয়া উত্তম। ক্যানাডা এবং আমেরিকায় প্রতিজন বাবত ফিতরা = \$7.

ফিতরা আদায় করা হয় রোজার ভুল ত্রুটি দূর করার জন্যে।

**NOTE :** যাকাত বিষয়ে যদি কারো কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে লেখকের সাথে ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া যাকাতের উপর বাংলা বইও Toronto Islamic Centre থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

[zabedmbd@yahoo.com](mailto:zabedmbd@yahoo.com)

## শবে বরাতের ইতিহাস

‘শবে বরাত’ কোন আরবী শব্দ নয় এটা ফার্সি শব্দ। ‘শব’ অর্থ রজনী (রাত) এবং ‘বরাত’ অর্থ ভাগ্য। ইসলামী চাঁদের মাস শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রিটি ভারতীয় উপমহাদেশে শবে বরাত বলে পরিচিত। এ রাত্রিতে শবে বরাতের নামে যে সব কর্মকান্ড করা হচ্ছে তার ভিত্তি কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে পাওয়া যায় না।

ইসলামী সন ৪০০ হিজরীর পূর্বেই সকল অগ্নিপূজকদের রাজ্যসমূহ মুসলিমদের দখলে এসে যায়। এরই মধ্যে ‘বারামাকা’ নামক এক শ্রেণীর অগ্নিপূজক প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মনেপ্রাণে তারা অগ্নিপূজকই থেকে যায়। তাই এরা মুসলিমদের ছদ্মাবরণে অগ্নিপূজার এক নতুন পন্থা হিসেবে উদ্ভাবন করে শবে বরাত নামক বিদ’আতটি।

সলাতুর রাগায়েব নামে চালু করে একটি সলাত (নামায)। এই সলাত ১০০ রাকআত। এটাই শবে বরাতের সলাত বা নামায বলে খ্যাত। তারা এ সলাতের জন্য জাঁকজমকের সাথে মুসলিমদের লেবাসে মাসজিদে হাজির হত, সাধারণ মুসলিমদের মত সলাত পড়তো, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অগ্নিপূজা।

এরা শবে বরাতে এই সলাতের জন্য মাসজিদের ভিতরে ও বাইরে অসংখ্য আলো জ্বালাতো, সম্পূর্ণ মাসজিদকে আলোতে ডুবিয়ে রেখে অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত করতো। এভাবে আগুন দিয়ে গোটা মাসজিদকে সাজিয়ে যখন সলাত আদায় করতো তখন তাদের চারদিকেই থাকতো আগুন। এই সলাত পড়ার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং আগুন পূজা ও আগুনকে সিজদাহ করানো। বারামাকা নামক সেই মুসলিম নামধারী ছদ্মবেশী অগ্নিপূজকদের ফাঁদে পা দিয়ে সরলমনা মুসলিমরাও মাসজিদে জমা হতো। আর এভাবেই তখন থেকে সওয়াবের কাজ মনে করে চলে আসছে শবে বরাত নামক বিদ’আত।

দেখুন আমাদের দেশেও এই দিনে আলোকসজ্জা করা হয় এবং একটি বিদ’আতী কাজকে কত গুরুত্ব দিয়ে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়, আর আমরা সঠিক না জানার অভাবে দেশবাসীরাও তা আনন্দের সাথে উদযাপন করি।

যে সব ধরণের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসাবে প্রচলিত ছিলোনা এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দেশ্যে পালন করার নামই বিদ’আত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

- দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বিষয় বিদ’আত, প্রত্যেক বিদ’আতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)
- যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে কোন নতুন পদ্ধতি আনলো যা আমাদের দ্বীনে নেই তা গ্রহণ করা হবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
- যে ব্যক্তি কোন বিদ’আতীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন। (সহীহ মুসলিম)

তাই ইবাদত হিসেবে কোনো কাজ করতে হলে তা আমাদের নবী (সা.) করেছেন কি না কিংবা করতে বলেছেন কি না কিংবা সাহাবা কেলাম দ্বারা সমর্থিত কি না খুব ভালোভাবে তা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা নিশ্চিত করে নিতে

হবে। তাঁরা ইবাদতটি যে পদ্ধতিতে আদায় করেছেন আমাদেরও সেভাবেই আদায় করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করে পালন করার সুযোগ নেই কারণ সেটা বিদ’আত হয়ে যাবে।

হাদীসগুলোর মধ্যে যেগুলোকে দুর্বল ও জাল হিসেবে হাদীসবিশারদরা চিহ্নিত করেছেন সেগুলোর বক্তব্যের প্রতি আমরা বিশ্বাস ও আকিদা পোষণ করব না আর যেগুলোকে হাদীসবিশারদরা বিশুদ্ধ বলেছেন সেগুলোর বক্তব্যের ওপর আমাদের আকিদা ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করব এবং যতটুকু ইবাদত যে পদ্ধতিতে আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে সাব্যস্ত হবে আমরা ততটুকুর ওপর আমল করতে চেষ্টা করব।

আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, যখন শাবান মাসের মধ্যরাতে আসবে তখন সে রাতে তোমরা সলাত আদায় করো আর দিনের বেলা রোযা রাখো। কেননা আল্লাহতায়াল্লা ওই দিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে অবতরণ করে বলেন, কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করে দেবো, কোনো রিযিক প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি রিযিক দেবো, কোনো বিপদগ্রস্ত আছে কি যাকে আমি বিপদ থেকে মুক্ত করব, এমনিভাবে আরো বলেন, এভাবে ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম হাইসামি বলেন, এটি যইফ (দুর্বল)। কারণ সনদে আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি সাবরাহ যইফ রাবি। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং ইবনে মুঈন তার ব্যাপারে বলেছেন, এ লোক জাল হাদীস তৈরি করেন।

আয়িশা (রা.) থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তাতে তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম। দেখতে পেলাম, তিনি ‘বাকিতে’ আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে দু’আ করছেন। আয়িশা (রা.)-কে দেখে তিনি বললেন, তুমি কি মনে করছ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার ওপর কোনো যুলুম করেছেন? আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধারণা করেছিলাম, আপনি আপনার অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে রাত যাপনের জন্য গমন করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘শাবান মাসের মধ্যরাতে আল্লাহতায়াল্লা প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন। অতঃপর তিনি কালব গোত্রের যত সংখ্যক ছাগল আছে তার যত পরিমাণ চুল আছে তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষকে তিনি ক্ষমা করে দেন।

হাদীসটিকে ইমাম আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি বুখারির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি এ হাদীসকে দুর্বল (যইফ) বলেছেন।

মক্কা ও মদিনার আলেমগণ যেমন : বিন বায, আতা, ইবনু আবি মুলাইকা, আবদুর রহমান বিন জায়েদ এবং মালেকি মাজহাবের বেশির ভাগ ফকিহ মনে করেন, শাবান মাসের মধ্যরাতের মর্যাদা দান করা বিদ’আত। তারা মনে করেন, এ ধারণাটি মূলতঃ ইসরাইলি রেওয়াজে থেকে মানুষের মনে জন্মাভ করেছে এবং ক্রমান্বয়ে সমাজে বিস্তৃতি লাভ করেছে। উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা যে নির্যাস বের করতে পারি তা হলো শাবান মাসের মধ্যরাতে আমল ও মর্যাদার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোর বেশির ভাগ দুর্বল ও জাল। শবেবরাত পরিভাষাটি ইসলামের ইতিহাসে পরিচিত পরিভাষা নয়। এটি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত একটি পরিভাষা। তাকদির নির্ধারণসহ যত সব আকিদা এ রাতের ব্যাপারে প্রচলিত আছে তা বিশুদ্ধ কোনো হাদীসের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত নয়। ---হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ুব



# লাইলাতুল ক্বদর কী ও কেন?

---উম্মে জারা

লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন : “রমাদান মাস- যার মধ্যে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে নাযিল হয়েছে কুরআন । এ কুরআন মানুষের জন্যে পথ প্রদর্শক, হেদায়াতের কথা স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে বর্ণনাকারী এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য-সৃষ্টিকারী” (সূরা বাকারা : ১৮৫) । “আমি তো ইহা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে, আমি তো সতর্ককারী । এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় ।” (সূরা দুখান : ৩-৪) ।

(১) নিশ্চয়ই আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমাশিত রজনীতে । (২) আর মহিমাশিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান? (৩) মহিমাশিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম । (৪) সে রাতে প্রতিটি কাজের জন্য ফিরেশতাগণ ও রুহ (জিব্রাঈল আ.) অবতীর্ণ হয় তাদের রবের অনুমতিক্রমে । (৫) সকাল না হওয়া পর্যন্ত সেই রজনী পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার । (সূরা ক্বদর : ১-৫)

এই রাতেই (লাইলাতুল ক্বদরে) রাসূল (সা.) এর ওপর কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছিলো, যাতে করে তিনি মানবমন্ডলীকে সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারেন । ইবনে ইসহাক এর রেওয়াজাত অনুসারে জানা যায়, সূরা আলাক এর প্রথম পাঁচটি আয়াত রমাদান মাসেই নাযিল হয়েছিলো । লাইলাতুল শব্দের অর্থ হলো রাত, ক্বদর অর্থ হলো তকদীর ও তদবীর । অন্য অর্থ হলো মূল্যবান ও মর্যাদাবান । এই রাতেই কুরআন, ওহী ও রাসূল নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল । হাজার মাসের ইবাদত থেকেও বান্দার জীবনে এই রাতটি উত্তম । বিশ্বনবী (সা.) এর প্রতি ওহী আগমন, তাঁকে সারা বিশ্বের নেতা নির্বাচন এবং অবহেলিত, নিগৃহীত, ময়লুম ও বঞ্চিত মানবতাকে স্বাধীন ও অধিকার সচেতন করে তোলার জন্যে এ রাতেই বিধান রচিত হয়েছিলো । যালেমদের যুলুমের হাতকে দমন করে মানুষকে খেলাফতের আসনে সমাসীন করার জন্যে সারা বিশ্বের মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দানের এই বিপ্লবী ইতিহাস এই দিনেই রচিত হয়েছিলো ।

এই ভাগ্যোন্নয়নের অর্থ এই নয় যে এ রাতে যত বেশী নফল ইবাদত বন্দেগী করা যাবে ততোই আল্লাহ এক বছরের জন্যে তার ভাগ্যে এমন অনেক কিছু লিখে দিবেন যার দ্বারা তার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং সে ধনী মালদার এমন একটা কিছু হয়ে যাবে এবং এক বছরের মধ্যে তার কোন রোগ ব্যাধি হবে না । এইরূপ চিন্তা করা ইসলামী আক্বীদা বিরোধী । মূলকথা হচ্ছে এই যে, কারো ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে বা ব্যক্তিগত জীবনের ভাগ্যের উন্নতি হবে এটা নয়, ভাগ্যের উন্নতি হবে গোটা মানব জাতির । অর্থাৎ যে রাতে কুরআন নাযিল হয় এ রাতটা হচ্ছে কুরআন নাযিল পরবর্তী দুনিয়াবাসীদের জন্যে এক ভাগ্যোন্নয়নের রাত । ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার এবং চিকিৎসা ও কারিগরী বিদ্যার যে প্রভূত উন্নতি সাধন দরকার তার সব কিছুর উৎস রয়েছে যে কুরআনে, সেই কুরআন নাযিল হওয়ার রাতটাই হচ্ছে লাইলাতুল ক্বদর ।

এ রাতের ইবাদত কারো নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে নয়, এ রাতের ইবাদত হচ্ছে ভাগ্যোন্নয়নের দিশারী কুরআনকে পাওয়ার জন্যে করণাময় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের ইবাদত । এ ইবাদতে অনেক অনেক সওয়াব মিলবে ঠিকই কিন্তু তাঁর ভাগ্যে এ রাতে নতুন করে কিছু লেখা হবে না, মানুষ যা করবে তা আল্লাহ জানেন, তাই কোন মানুষটার ভাগ্যে কি আছে এবং কে তার নিজের চেষ্টার মাধ্যমে তার ভাগ্যকে কতটুকু উন্নত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে তা আল্লাহর বহু বহু পূর্বে হতেই জানা আছে । আর যার সম্পর্কে আল্লাহ যা জানেন তার ভাগ্যে তা আসবেই, তবে ক্বদরের রাতে যত বেশী নফল ইবাদত করা যাবে তার ওপর আল্লাহ ততবেশী খুশী হবেন, তবে ফরয বাদ দিয়ে নফল ইবাদতে কোনই লাভ হবে না । অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর দেয়া ফরয হুকুমগুলো ঠিক মতো পালন করছি না, আর সারা রাত জেগে নফল ইবাদতে কাটিয়ে দিয়ে নিজের ভাগ্যকে এক রাতে পরিবর্তন করে ফেলতে চাচ্ছি ব্যাপারটা কি অযৌক্তিক নয়? তাই কুরআনে আল্লাহ আমাদেরকে যতো হুকুম দিয়েছেন তার কোনটাই অমান্য করা যাবে না, প্রতিটি হুকুমই মেনে চলতে হবে । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বেছে চলতে হবে, হালাল আয়-রোযগার করতে হবে ।

এই একটি রাতে মানুষের কল্যাণের জন্যে এত বেশী কাজ করা হয়েছে যা মানুষের ইতিহাসে হাজার মাসেও করা হয়নি । এই রাতে ফিরিশতারা এবং জিব্রাঈল নিজেদের রবের অনুমতি নিয়ে সব রকমের আদেশ-নির্দেশ সহকারে দুনিয়ার বুকো অবতীর্ণ হন । সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এটি হয় পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার রাত । অর্থাৎ কোন প্রকার অনিষ্ট এ রাতে প্রভাব ফেলতে পারে না । কারণ আল্লাহর সমস্ত ফায়সালার মূল লক্ষ্য হয় কল্যাণ । মানুষের জন্যে তার মধ্যে কোন অকল্যাণ থাকে না । এমনকি তিনি কোন জাতিকে ধ্বংস করার ফায়সালা করলেও তা করেন মানুষের কল্যাণের জন্যে, তার অকল্যাণের জন্যে নয় । আজকে অজ্ঞতার কারণে অনেক মুসলিমই লাইলাতুল ক্বদরকে “শবে বরাত নামে একটি সুস্পষ্ট বিদ’আত” এর সাথে সংমিশ্রণ করে পালন করছে । আসলে ইসলামে শবে বরাত বলতে কিছুই নেই । কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা আছে সবই লাইলাতুল ক্বদরকে ঘিরে ।

আয়িশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন তোমরা রমাদানের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধান বা খোঁজ কর । (সহীহ বুখারী) । রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তা হল একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ বা রমাদানের শেষ রাত । (তিরমিযী) । তাই এই রাত্রির জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি এবং তাকে অনুসন্ধান করি রমাদানের শেষ দশ রাতে । শুধু সাতাশে রাতকে ক্বদরের রাত মনে করা ঠিক নয় । আয়িশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রমাদানের শেষ দশ রাত আসত, তখন নবী করীম (সা.) কোমরে কাপড় বেঁধে নামতেন (অর্থাৎ বেশী বেশী ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাতে জেগে থাকতেন ও পরিবার পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন । (সহীহ বুখারী) **ক্বদরের রাত্রিতে দু’আ : আল্লা-হুমা ইন্নাকা আফুওউন তুহিবুল আফওয়া ফা’ফু আল্লা!** অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন । (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

# নর্থ আমেরিকায় রমাদানের চিত্র



## রমাদানের পরের বাস্তব চিত্র

----সম্পাদক

- এখানকার প্রতিটি মসজিদেই মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে।
- মহিলারা জামাতের সাথে নামায আদায় করেন এবং অনেকেই পুরো রমাদান মাস মসজিদে গিয়ে তারাবীহ পড়েন।
- পিতা-মাতারা সন্তানদের সাথে নিয়ে পুরো পরিবারসহ মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করেন।
- জামাতে নামাযের সময় বড়রা শিশু-কিশোরদেরকে একই লাইনে তাদের সাথে দাঁড় করান, পিছনে ঠেলে দেন না।
- অনেক মসজিদ থেকেই তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ নামায ভিডিও টেলিকাস্ট করা হয়ে থাকে কারণ যে সকল মা-বোনরা এবং বয়স্করা মসজিদে আসতে পারেননি তারা যেন বাসায় বসে তা উপভোগ করতে পারেন।
- অনেকে ৮ রাকআত তারাবীহ পড়ে বাসায় চলে যান এবং গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করেন।
- পুরো রমাদান মাস প্রতিটি মসজিদে খুবই উন্নতমানের ইফতার এবং ডিনারের আয়োজন করে থাকে।
- অনেকেই সপরিবারে মসজিদে গিয়ে আনন্দের সাথে ইফতার এবং ডিনার করেন।
- ডিনারের পরে চা-কফির ব্যবস্থা থাকে।
- রমাদানের শেষ দশদিনের জন্য মুসলিম ভাইয়েরা ইতিকাহে বসে যান। অর্থাৎ লাইলাতুল ক্বদরকে খোঁজার জন্য শেষ দশদিন দলে দলে লোক মসজিদেই থাকেন। ইবাদতের পাশাপাশি মসজিদের লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করেন।
- মসজিদগুলোতে রমাদানের শেষ দশদিন সাহরীর ব্যবস্থা থাকে।
- অনেক মসজিদেই রমাদানের শেষ দশ রাতে জামাতের সাথে দীর্ঘ (২-৩ ঘন্টা) তাহাজ্জুদ নামায পড়া হয়ে থাকে।
- এই তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে দশ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম হয়ে যায়।
- সবচেয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে কোন কোন মসজিদে তারাবীহর চেয়ে তাহাজ্জুদে মুসল্লি বেশী হয়।
- আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে রাত দুইটা-আড়াইটায় তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য যুবকদের দ্বারা মসজিদ ভরে যায়।
- কোথাও কোথাও তারাবীহর প্রতি দুই রাকআত পর পর যা তিলাওয়াত করা হয়েছে তার অর্থ পড়ে শুনানো হয়।
- কিছু কিছু মসজিদ ছাড়া বাকি সব মসজিদেই তারাবীহতে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় খুবই ধীরে ধীরে সুললিত কণ্ঠে যাতে মুসল্লিরা অর্থ বুঝতে পারেন। কারণ এখানে ইমাম সাহেবসহ অনেক মুসল্লিগণই কুরআনের অর্থ বুঝেন।
- অনেক সময় তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদে কুরআন তিলাওয়াতের সময় অর্থ বুঝার কারণে ইমাম সাহেবসহ মুসল্লিরা কাঁদতে থাকেন এবং অঝোরে চোখের পানি ফেলতে থাকেন। এ এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য যা ভাষায় বলে বুঝানো যাবে না।

আমরা বিদায় জানাচ্ছি মাহে রমাদানকে। এই তো বিদায় দিচ্ছি কুরআন তিলাওয়াত, তাকওয়ায়র অনুশীলন, ধৈর্য, জিহাদ (প্রচেষ্টা), রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তি লাভের মুবারক মাসটিকে। তাহলে কি আমরা প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছি? আমরা কি সর্ব-প্রকার জিহাদে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করতে পেরেছি? যে ব্যক্তি মুবারক মাসটিতে নিজেকে সংশোধন করতে পারল না সে আর কখন নিজের জীবন গঠন করবে? মাহে রমাদান এমন একটি মাস যাতে এ সময়টিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের আমল, শরিয়ত পরিপন্থী আচার ব্যবহার পরিত্যাগ ও চরিত্র সংশোধন করে নিতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ পর্যন্ত কোন জাতির পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেয়।” (সূরা রাদ: ১১)

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো আমরা রমাদানে আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছি তা ভঙ্গ করার অনেক চিত্রই রমাদান শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমাজে ফুটে উঠে। যেমন:

- পুরো রমাদান মাস তারাবীহর (সুলত) নামাযে মুসল্লি দ্বারা মসজিদ পরিপূর্ণ থাকার পর অন্য মাসগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযে মুসল্লির সংখ্যা কমে যায়।
- সারা রমাদান মাস তাকওয়া অর্জন করে ঈদ উদযাপন করা হচ্ছে নাচ-গান ও সিনেমা এবং ইসলাম বিরোধী কর্ম-কান্ড দিয়ে।
- শুধু রমাদান মাসে পর্দা করা আর রমাদানের পরে পর্দা ছেড়ে দেয়া। উদাহরণ সরুপ দেখা যায় আমাদের দেশে টিভিতে রমাদান মাস এলে মহিলারা খবর পড়ার সময় মাথায় কাপড় দেন আর ঈদের দিন থেকে মাথার কাপড় সরিয়ে নেন।

এত বড় নেয়ামতের এটাই কি শোকর আদায়, এটাই কি আমল কবুল হওয়ার নিদর্শন? নিশ্চয় নয়। বরং এটা আমল কবুল না হওয়ার আলামত। কেননা প্রকৃত রোযাদার ঈদের দিন রোযা ছেড়ে দিয়ে আনন্দিত হবে এবং রোযা পূর্ণ করার তাওফীক পাওয়ার দরুন তার প্রতিপালকের প্রশংসা করবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সাথে সাথে এই ভয়ে কাঁদবে যে, না জানি আমার রোযা কবুল হয়নি। আমাদের পূর্বসূরীগণ মাহে রমাদানের পর ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে রোযা কবুল হওয়ার দু'আ করতেন। আমল কবুল হওয়ার আলামত হল, পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে বর্তমান অবস্থা উন্নত হওয়া। সত্যিকার মু'মিন বান্দা সর্বদাই আল্লাহর ইবাদত করবে। কোন নির্দিষ্ট মাস, জায়গা অথবা জাতির সাথে মিলে আমল করবে না।

## রমাদানের পূর্বে পরিবারের জন্য কিছু প্রস্তুতি

- ✓ রমাদান মাস আসার পূর্বেই রমাদানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা করে পরিবারের জন্য যা যা প্রয়োজন তা কিনে ফেলুন যাতে রমাদানে আপনি বেশি বেশি ইবাদতে সময় দিতে পারেন।
- ✓ যদি সম্ভব হয় রমাদান শুরু হওয়ার আগেই ঈদের কেনা-কাটাও করে ফেলুন।
- ✓ বিশেষ করে রমাদানের শেষ দশ দিনের জন্য কোন প্রকার কেনা-কাটা বা বাইরের কোন কাজ-কর্ম ফেলে রেখে দিবেন না।
- ✓ রমাদান শুরু হওয়ার আগে থেকেই সন্তানদের রমাদানের জ্ঞান দিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে রাখুন যাতে তারা এর মর্ম বুঝতে পারে।

ইসলামিক মেডিক্যাল এসোসিয়েসন অফ সাউথ আফ্রিকার ড. ফারুক হাফেজী রমাদানে স্বাস্থ্য রক্ষার একটি তালিকা তৈরী করেছেন।

## কী খাওয়া উচিত নয়

- ভাজা-পোড়া এবং চর্বিজাতীয় খাবার।
- যে খাবারে খুব বেশী চিনি আছে।
- সেহরীতে পেট ভর্তি করে খাবেন না।
- সেহরীতে চা-কফি খাবেন না। চা-কফি খাওয়ার কারণে প্রচুর প্রশ্রাব হয় এবং এতে মূল্যবান মিনারেল সল্ট বের হয়ে যায় যা দিনের বেলা শরীরের জন্য প্রয়োজন।
- সিগারেট খাবেন না। একেবারে বন্ধ করতে না পারলে আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসুন এবং রমাদানের পর একেবারে ছেড়ে দিন, ইনশাআল্লাহ। সিগারেট ত্যাগ করার উপযুক্ত সময় হচ্ছে রমাদান মাস।

## কী খাওয়া উচিত

- সেহরীতে ভাত, আলু, রুটি ইত্যাদি (কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেডস) খাওয়া উচিত যাতে শরীরে খাবারটা দীর্ঘক্ষণ থাকে এবং ক্ষুধা কম পায়।
- খেজুর হচ্ছে সবচেয়ে ভাল খাবার যার মধ্যে চিনি, ফাইবার, কার্বোহাইড্রেডস, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে।
- কলা খাওয়া খুবই ভাল যার মধ্যে কার্বোহাইড্রেডস, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে।
- এছাড়া বিভিন্ন রকমের ফল খাবেন।
- ঠান্ডা দুধ দিয়ে ইফতার করতে পারেন।
- ইফতার এবং ঘুমতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রচুর পানি অথবা ফলের জুস খাবেন। এতে আপনার শরীরের সারাদিনের পানির ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যাবে।

## রোযার উপকারিতা

- তাকওয়া অর্জন (আল্লাহর ভয়/ ভালবাসা)।
- পাপাচার থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংরক্ষণ হয়।
- ধৈর্যের অনুশীলন হয়।
- রোযা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।
- জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ।
- শয়তানের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়। কারণ যখনই মানুষ কম খায় তখন তার প্রবৃত্তির চাহিদা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে সে গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকে।

[islam101.com/ramadan/foodTips.htm](http://islam101.com/ramadan/foodTips.htm)

## রোযার মধ্যে করণীয়

- সেহরি খাওয়া এবং বিলম্বে সেহরি খেতে চেষ্টা করা। কারণ সেহরি খাওয়া রাসূলের সুন্নত।
- যথাসম্ভব সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা, বিলম্ব না করা।
- কল্যাণমূলক কাজ বেশি বেশি করা।
- অর্থ বুঝে বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা।
- কম খাওয়া, কম ঘুমানো।
- গরিব-অসহায় মানুষের খোঁজ খবর নেয়া।
- ধৈর্যের অনুশীলন করা।
- দুনিয়ার ব্যস্ততা কমিয়ে আখেরাতে প্রতি ধাবিত হতে চেষ্টা করা।
- জান্নাতের প্রার্থনা করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাওয়া।
- বেশি বেশি করে আল্লাহর নিকট দু'আ করা এবং গুনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করা।
- সারাদিন রোজাদারের দু'আ এবং তাহাজ্জুদ নামাযে দু'আ কবুল হয়।
- রোযাদারকে ইফতার করানো।
- রমাদান মাসের মধ্যে উমরাহ পালন করা।
- ইতিকাফ করা।

## রোযা ভঙ্গের কারণ

1. কেউ রোযা অবস্থায় সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং তার ওপর কাজা ও কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে।
2. রমাদান মাসের দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে।
3. সহবাস ছাড়া অন্য যে কোন পছায় যেমন : চুম্বন, স্পর্শকরণ ও হস্তমৈথুন - ইত্যাদির মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানো।
4. বিকল্প উপায় গ্রহণ করা, যেমন : রক্ত গ্রহণ, স্যালাইন গ্রহণ, এমন ইঞ্জেকশন যা আহারের কাজ করে যথা - গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন।
5. ইচ্ছাকৃত বমি করা।
6. মহিলাদের হায়েজ (ঋতুস্রাব) ও নেফাস (প্রসব জনিত রক্তক্ষরণ) হওয়া, এমনকি ইফতারের কিছু সময় পূর্বে হলেও রোযা ভেঙে যাবে।

## কাফফারা

ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রোযা ছেড়ে দিলে রমাদানের পরে ধারাবাহিকভাবে ৬০ দিন রোযা রাখতে হবে অথবা ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে অথবা ঐ পরিমাণ অর্থ দান করতে হবে।

## রোযা না ভঙ্গের কারণ

1. ভুলবশতঃ পানাহার। রাসূল (সা.) বলেছেন : রোযাদার যদি ভুলে আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে নেয় কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (বুখারী)
2. অনিচ্ছাকৃত বমি করা।
3. রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে।
4. রোগের কারণে উত্তেজনা ব্যতীত বীর্য নির্গত হলে।
5. স্ত্রী চুম্বন অথবা আলিঙ্গন করার কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি চুম্বন বা আলিঙ্গনের কারণে উত্তেজিত হয়ে নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না, তার জন্য স্ত্রী চুম্বন ও আলিঙ্গন করা মাকরুহ।

## রোযার কাযা

আর যারা রোগগ্রস্থ থাকবে কিংবা ভ্রমণরত থাকবে, তারা অন্যান্য দিনে রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে দেবে। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

কারো যদি কোনো কারণে কোনো রোযা ছুটে যায়, তবে রমাদান মাস শেষ হবার পর সেই ছুটে যাওয়া রোযা পূর্ণ করার নাম 'কাযা রোযা'।

## সফরে রোযা রাখা

আয়িশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইবন আমর আসলামী (রা.) অধিক রোযা রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী করীম (সা.)-কে বললেন, আমি সফরেও কি রোযা রাখতে পারি? তিনি বললেন, ইচ্ছে করলে তুমি রোযা রাখতে পার আবার নাও রাখতে পার। (সহীহ বুখারী)

## ফিদইয়া

রমাদানের যেসব ফরয রোযা রাখা সম্ভব হয়নি সেগুলোর দায় থেকে মুক্ত হবার জন্যে প্রতি রোযার জন্যে একজন মিসকিনকে আহার করানো। (বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী ও শিশুকে স্তন্য-দানকারী মহিলা যদি সন্তানের স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশংকা করেন শুধু তারাই এই ফিদইয়ার সুবিধাটা ভোগ করতে পারবেন)

[islamhouse.com/pg/9677/all/1](http://islamhouse.com/pg/9677/all/1)

# ব্রহ্মদানের পরে আমার দায়িত্ব কী?

ব্রহ্মদানের পর কিন্তু আপনার দায়িত্ব আরো অনেক বেড়ে যাবে। আপনাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক থাকতে হবে। কারণ ইবলিস শয়তানের ডিউটি আপনার পিছনে এখন আরো বাড়িয়ে দেবে। সে এখন আপনাকে বিপথে নেয়ার জন্য চারিদিক থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সূরা আরাক্ফের ১৭ নং আয়াতে ইবলিস শয়তান ঘোষণা দিয়েছেঃ “আমি মানব জাতির ডান দিক দিয়ে আসব, বাম দিক দিয়ে আসব, সামনের দিক দিয়ে আসব, পিছন দিক দিয়ে আসব।” তাই আপনি সতর্ক থাকবেন এবং নিম্নের কাজগুলো অনুসরণ করবেন, ইনশাআল্লাহ।

- যে সকল গুনাহগুলো আপনি পূর্বে করতেন সেগুলো আর করবেন না, ইনশাআল্লাহ। হতে পারে সেগুলো ছোট ছোট গুনাহ বা বড় বড় গুনাহ।
- নিজেকে এবং পরিবারকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রজেক্ট হাতে নিন। নিজ বাড়িতে ইসলামিক পরিবেশ তৈরী করুন।
- প্রতিদিন অন্ততপক্ষে একঘণ্টা কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর জ্ঞান অর্জন করুন।
- ভুল শিক্ষা থেকে সাবধান! Authentic source থেকে জ্ঞান অর্জন করুন।
- নিজের হালাল রুজি থেকে নিয়মিত সদাকা করুন। আগের চেয়ে সদাকা বাড়িয়ে দিন। দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করুন, দাওয়াতী কাজের জন্য বেশী বেশী অর্থ ব্যয় করুন।
- মহিলাদের মাঝে পর্দার ঘাটতি থাকলে তা দিন দিন পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করুন। পর্দার উপর কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে পড়াশোনা করুন।
- টিভিতে আজ-বাজে হিন্দী মুভি, নাটক, গান, সিনেমা ইত্যাদি দেখা বন্ধ করে দিন।
- নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায পড়ার অভ্যেস গড়ে তুলুন।
- কোন দিন মসজিদে যেতে না পারলে নিজ ঘরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে জামাত করে নামায আদায় করুন।
- ইসলামিক মাইন্ডেট পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং তাদের সাথেই নিয়মিত উঠা-বসা করুন।
- সপরিবারে নিয়মিত ইসলামিক প্রোগ্রাম, সেমিনার, শর্ট কোর্স এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করুন।
- ঘরে বসে সপরিবারে নিয়মিত ইসলামিক স্কলারদের প্রোগ্রাম টিভি চ্যানেলে এবং ডিভিডিতে দেখুন।
- কোন ইসলামিক অর্গানাইজেশনের সাথে থেকে নিয়মিত ইসলামের দাওয়াতি কাজ করুন, কারণ দাওয়াতী কাজ হচ্ছে টিম ওয়ার্ক, এতে ফল ভাল পাওয়া যায়। (প্রথমে নন-মুসলিমদের মাঝে এবং তার পাশাপাশি মুসলিমদের মাঝে)।
- অতিরিক্ত অর্থ কামানোর প্রতি বা সম্পদের প্রতি লোভ কমিয়ে নিয়ে আসুন। অবৈধ আয়-রোয়গারের সাথে জড়িত থাকলে তা অবশ্যই বন্ধ করে দিন। অর্থের প্রতি লোভ মানুষের আত্মাকে মেরে ফেলে। মৃত আত্মাকে জাগ্রত করার জন্য বেশী বেশী সদাকা করুন।
- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিন। যে কোন পারিবারিক প্রোগ্রামে (যেমন বিয়ের অনুষ্ঠানে) নারী-পুরুষের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখুন।
- কোথাও দাওয়াত খেতে গেলে যেন পুরো সময়টা গল্প-গুজবে পার না হয়, সেখানে কুরআন-হাদীস থেকে ২০-৩০ মিনিটের শিক্ষণীয় বক্তব্য রাখুন এবং পারিবারিক দাওয়াতকে অর্থপূর্ণ করে তুলুন।
- পরিবারের সবাইকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন নিজ ঘরে ইসলামের কোন একটা বিষয়ের উপর পারিবারিক প্রোগ্রাম করুন।
- নিজ ঘরে ইসলামিক বই-পত্র এবং ডিভিডি দিয়ে একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করুন।

## আপনি কি এবার হজ্জ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করেছেন?

আপনি হয়তো বিভিন্ন বই-পত্র পড়াশোনা করে হজ্জের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অনেক সময় সঠিক জ্ঞানের অভাবে এবং সঠিক তথ্যের অভাবে আমরা নানা রকম শিরক-বিদ'আত ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে হজ্জ পালন করে আসি। যার কারণে হজ্জের প্রকৃত কল্যাণ বুঝতেও পারি না এবং তা থেকে বঞ্চিত হই। তাই আপনার নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ আমাদের প্রকাশিত “হজ্জ ও উমরাহ”-র বইটি অবশ্যই সংগ্রহ করুন। আশা করি আপনি এই বই থেকে হজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। সহীহ ঈমান ও সঠিক আকীদা হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। এই বইটি রচনায় উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে যথাসাধ্য নির্ভরযোগ্য করে এই বইটি প্রকাশ করা হয়েছে যাতে হজ্জ যাত্রীরা ইসলামকে বুঝে উপকৃত হন।

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman

Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine

Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada



Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com